

#### ধন্বন্তরীর উৎপত্তি

হে ব্রাহ্মণগণ! ধন্বন্তরীর উৎপত্তি শ্রবণ করুন। পূর্বে অমৃতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সমুদ্র মন্থন সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করছিলেন। প্রথমে তিনি অমৃত কলশ হস্তে আবর্তিত হন। চতুর্দিকে থেকে তিনি ছিলেন উদ্দীপ্ত জ্যোতির্বিলাসে পরিবৃত্ত। হঠাৎ তাকে তার কাজ সম্পন্ন করতে দেখে পাশে দণ্ডায়মান বিষ্ণু বললেন- "তুমি জল থেকে জন্ম নিয়েছে।" তাই তাকে অবজ (জলজাত) হিসাবে স্মরণ করা হবে। অবজ বিষ্ণুকে বললেন- "হে প্রভু পরমেশ্বর! আমি আপনার পুত্র। পৃথিবীতে আমার যজ্ঞভাগ ও স্থান নির্ধারণ করুন।" এইভাবে বলা হলে, ভগবান বাস্তবিক অবস্থান পর্যালোচনা করার পর বললেন, "যজ্ঞের বিভাজন ইতিমধ্যেই দতিপুত্রগণের পাশাপাশি সুরগণও সম্পন্ন করছেন। হোম প্রভৃতির যথাযথ কার্যকারিতা মহর্ষিগণ বদে নির্ধারণ করছেন। তুমি বদে পরে জন্মেছো। তাই যজ্ঞে আবাহনের উপযুক্ত তোমার কোনো মন্ত্র নেই। হে দেবে! তোমার দ্বিতীয় অবতারে তুমি পৃথিবীতে যশ লাভ করবে। তখন তুমি অগ্নিদেবির বিধি সন্ধি অর্জন করবে। দেবে! স্বয়ং এই দেহে তুমি দেবত্ব লাভ করবে। ব্রাহ্মণ (ও অন্যান্য দ্বিজাতীগণ) চতুর্মন্ত্র (অর্থাৎ চার বদে মন্ত্র), ঘি ও গব্য (দুধ ও দুধ থেকে প্রাপ্ত পূজার উপকরণ) দ্বারা তোমার পূজা করবে। তুমি পুনর্বার আয়ুর্বদে (চিকিৎসা বিজ্ঞান) প্রচলন করবে। (আমার দ্বারা তোমার প্রতীকৃতি) এই ঘটনাবলী অনাবির্য ও ইতিমধ্যেই পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। নঃসন্দেহে তুমি দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করবে"। অতএব বর দেওয়ার পর বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।